ঝিনাইদহ-২(ঝিনাইদহ-হরিণাকুণ্ডু) আসনে কারা লড়বেন ভোটের মাঠে!

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনো চূড়ান্ত হয়নি। নির্বাচন নিয়ে সংশয়ও কাটেনি। তবে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্ঠা রাজনৈতিক দলের কাছে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মানুষ ধারণা করছেন আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এই সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতাদের মাঝে শুরু হয়েছে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের তৎপরতা। দলীয় মনোনয়ন পেতে নিজ নিজ দলের কেন্দ্র ও হাইকমান্ডে জোর লবিং চালিয়ে যাচ্ছেন প্রার্থীরা। ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনের মধ্যে সদর আসনটির রাজনৈতিক বিবেচনায় গুরুত্ব অনেক বেশি। জেলার হেড কোয়াটার হওয়ায় এই আসনের সংসদ সদস্য জেলার রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। মর্যাদাপূর্ণ এ আসনে সম্ভাব্য প্রার্থীরা এরই মধ্যে ভোটের মাঠ গোছাতে নেমে পড়েছেন। দলীয় কর্মসূচির পাশাপাশি ওয়ার্ডভিত্তিক জনমত গঠন ও সমর্থন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানা কৌশলে কাজ করে যাচ্ছেন বিএনপি, জামায়াত, ইসলামী আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপির নেতারা।

দলীয় সমাবেশ, জাতীয় দিবস ও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবকে সামনে নিয়ে সম্ভাব্য মনোনয়ন প্রত্যাশীরা শহর থেকে গ্রাম-গঞ্জে ব্যানার ফেস্টুন লাগিয়ে ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চলেছেন। দৃশ্যমান প্রচারের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও দলীয় নেতা-কর্মী সমর্থকরা তাদের পছন্দের প্রার্থীর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ঝিনাইদহের চারটি আসনে যোগ্য প্রার্থী সামনে আনতে না পারলেও ঝিনাইদহ-২ আসনে তারা একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে প্রার্থী হিসেবে দিতে পারে। তরুণ ভোট তাদের একমাত্র ভরসা। ঝিনাইদহ শহর ছাড়া প্রত্যন্ত অঞ্চল ও জেলার অন্য ৫টি উপজেলায় এনসিপির দলীয় কর্মসূচিও তেমন একটা দেখা যায় না।

নির্বাচন কেন্দ্রীক কিছু দলের জোটবদ্ধ নির্বাচন করার সম্ভাবনার কথা শুনা যাচ্ছে সে ক্ষেত্রে জামায়াতের সাথে ইসলামী আন্দোলনসহ